দানাবীজের আলু বা ট্রু পটাটো সীড (True Potato Seed) বা সংক্ষেপে টি - পি- এস আলুচাষ

একটি প্রতিবেদন

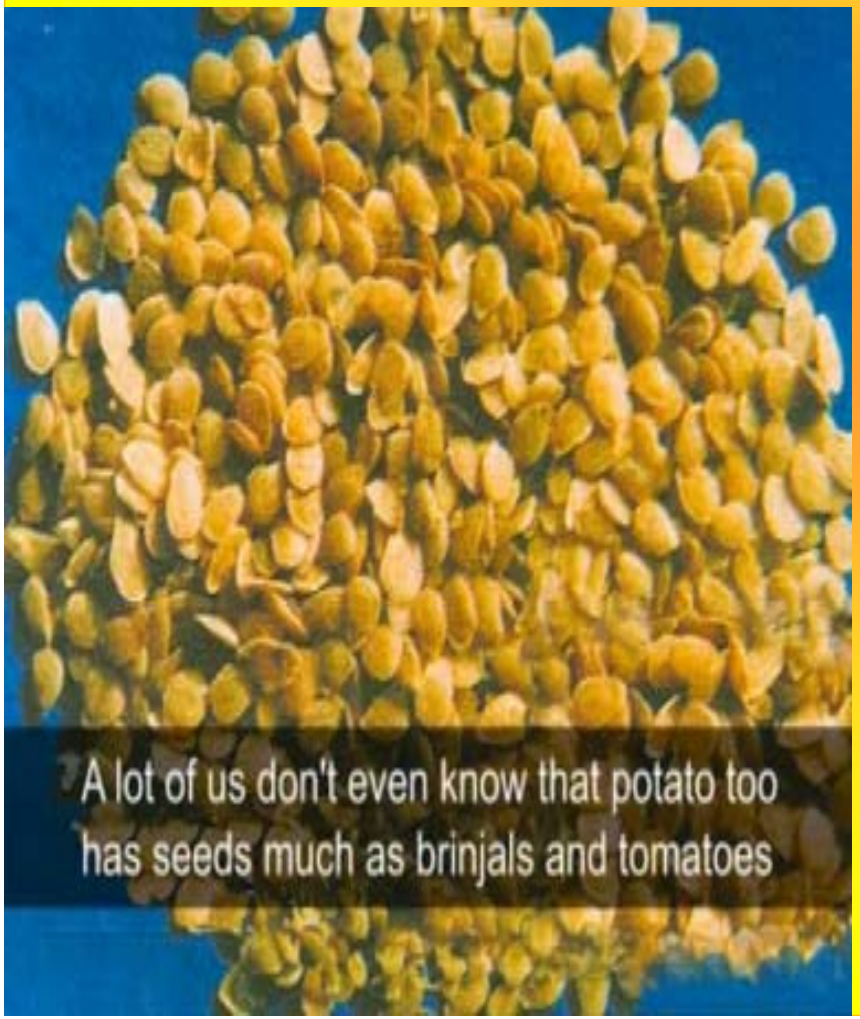

ডঃ কাঞ্চন কুমার ভৌমিক

Sr. Consultant

Loka Kalyan Parishad

বর্তমানে টি - পি- এস এর জাত গুলির মধ্যে অন্যতম ***H.S.P-১/১১, ১/১৩, ১১/৬৭*** এরাজ্যে ভীষন সাড়া ফেলেছে ।

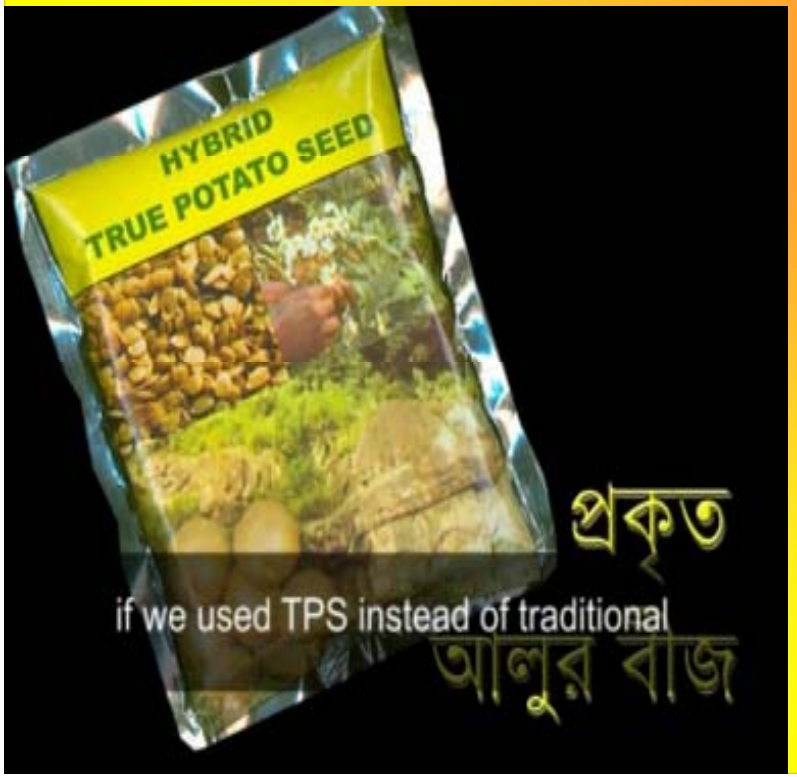

▶ বিশেষ প্রতিবেদন

আলু চাষে আর লোকসান নয়, চাষির বন্ধু প্রকৃত আলু বীজ

টমেটো, বেগুনের মতো আলুরও ফল হয়। যে ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করে চাষ করলে কম খরচে অধিক ফলন সম্ভব। তবে এই ধরনের চাষ সব পরিবেশে উপযুক্ত নয়। পুরুলিয়ার দলমা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এমন কয়েকটি গ্রাম রয়েছে, যেখানে এই ধরনের চাষে সাফল্য মিলেছে। জানাচ্ছেন কাঞ্চন ডৌমিক।

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ বা পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক গ্রামীণ উন্নয়ন পর্ষদ (W.B. C. A. D. C.) আশির দশকে প্রকৃত আলু বীজের (টিপিএস) পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রসারের কাজ শুরু করলেও সেভাবে সাফল্য আসেনি। ত্রিপুরা সরকারের প্রাক্তন সহকারিকর্তা ড. বিশ্বজিৎকুমার সরকারের পরামর্শ ও সহায়তায় পরীক্ষামূলকভাবে বীরভূম, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরসহ পুরুলিয়া জেলায় চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তার সাফল্য এলাকা জুড়ে সাড়া ফেলে দেয়। পরে বছরও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব ড. জ্ঞানবেন্দ্র নাথের সহায়তায় এই টিপিএস চাষ ও বীজ আলু উৎপাদনের চেষ্টা হয়েছে। পুরুলিয়া জেলার দলমা পাহাড়ের কোল বরাবর এমন কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা কাছে যেখানে এই টিপিএস বীজ উৎপাদনের উপযুক্ত আবহাওয়া (বিশেষ করে বীজ থেকে চারা তৈরি, নার্সারি, মূল জমিতে চারা রোপণ, পরাগ মিলন, বীজ সংগ্রহ ইত্যাদি) সম্ভাবনাময়।

আমাদের রাজ্য আলু উৎপাদনে প্রথম স্থানে রয়েছে। তবুও চাষিদের কাছের পরিমাণ উৎসাহ ব্যঞ্জক নয়। যেখানে গড়ে বিঘা প্রতি ১৯ হাজার টাকা আয় হয়, সেখানে এই প্রকৃত বীজ থেকে চাষ করলে লাভ প্রায় ১৬ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে। অর্থাৎ চাষের খরচ প্রথমেই বিঘা প্রতি তিন হাজার টাকা মতো বাঁচানো যাবে।

২০০৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে তিন লক্ষ ১৮ হাজার দুশো হেক্টর জমি ব্যবহৃত হয়েছিল আলু চাষের জন্য। উৎপাদনের পরিমাণ

কঠিন। তবু আনুমানিক প্রতি সেন্টিমিটারে এক-দুটি করে বীজ পড়লে ভাল হয়। প্রয়োজনে বালি মিশিয়ে নিলে বীজ ছড়াতে সুবিধা হয়। (খ) বীজ বোনার পর চালনি দিয়ে বীজ [illegible] বা কম্পোস্ট সার ছাঁকনিতে নিয়ে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে দুই-তিন মিমি পুরু করে বীজ ঢেকে দিতে হবে। (গ) বীজ ঢাকার পর স্প্রেয়ার দিয়ে বীজতলা সাবধানে হালকা করে এমনভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে যাতে বীজ সরে না যায় ও জল বয়ে না যায়। সবটাই টেনে নেয়। (ঘ) খড় দিয়ে বেড ঢেকে রাখা যেতে পারে অন্যথায় প্রথম সপ্তাহে দিনে তিন থেকে চারবার স্প্রেয়ার দিয়ে হালকা স্প্রে দিতে হবে। (ঙ) দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে (বীজ গজানোর পর থেকে) খড়ের ঢাকনা সরিয়ে নিতে হবে ও একইভাবে হালকা করে স্প্রে দিতে হবে। (চ) বীজ বোনার পর দুই সপ্তাহ ধরে যদি দিনের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর বেশি চলতে থাকে তবে পাতলা কাপড় বা চট দিয়ে সকাল ১০ টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ছায়া দেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে (যেমন কপি, টমেটো, ইত্যাদির চারা তৈরিতে ছায়ার ব্যবস্থা থাকে)। দুই সপ্তাহে চারা দু'পাতার হয়ে যাবে। (ছ) চারা দু'পাতার হয়ে যাবার পর থেকে দুই তিন দিন পর পর এক গ্রাম ইউরিয়া প্রতি লিটার জলে গুলে চার পাঁচ পাতা হওয়া পর্যন্ত বিকালে স্প্রে করা যেতে পারে। বিকল্প হিসেবে ১৫ শতাংশ টাটকা গোবর জলের নির্যাস (১৫০ গ্রাম টাটকা গোবর এক লিটার জলে এক বেলা ভিজিয়ে ঢলঢলে নির্যাস) ব্যবহার করে উপকার পাওয়া গিয়েছে। এটি গাছের বাড়ন্ত যেমন করে যেমনি পোকা পচা, পাতা ধসা ইত্যাদি রোগও সামাল দেয়। (জ) বেডে উপযুক্ত রস না থাকলে বা বীজ বেশি গভীরে দিলে চারা বেরতে দেরি হয়। চারা চার-পাঁচ পাতা হলে মূল জমিতে লাগানোর উপযুক্ত হয়।

চারা তৈরি করে মূল জমিতে আলু লাগানোর পদ্ধতি বীজতলায় চারা চার-পাঁচ পাতা হয়ে গেলে মূল জমিতে লাগানোর উপযুক্ত হয়। **মূল জমি তৈরি** — (ক) প্রথম চাষে বিঘা প্রতি দুই-তিন হাজার কিলোগ্রাম (দুয়ে থেকে সাত গাড়ির গাড়ি) ভাল জৈবসার দিয়ে মূল জমি

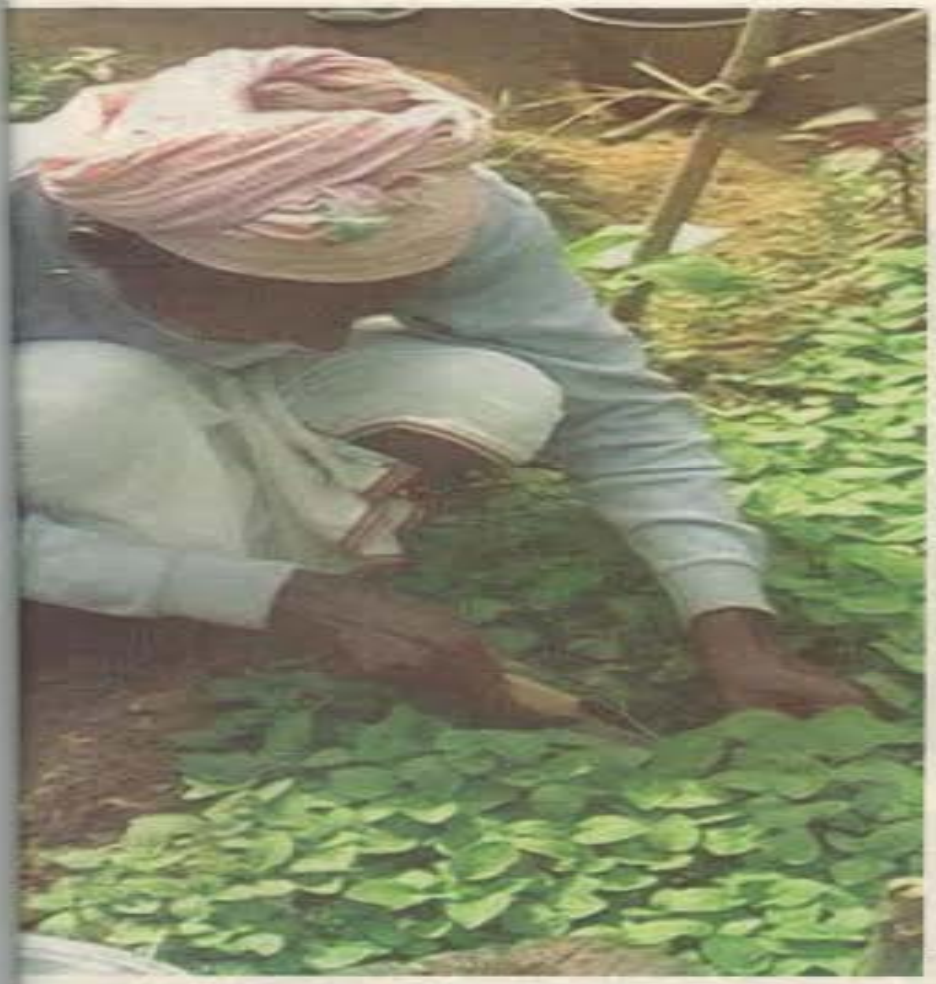

চার থেকে পাঁচ বার চাষ করে ঝুরঝুরে করে মাটি তৈরি করতে হয়। জমি শুকনো হলে প্রয়োজনে প্রথম চাষের এক থেকে দুই দিন আগে মূল জমিতে সেচ দিয়ে নিলে মাটি তৈরি সুবিধে হবে। (খ) শেষ চাষে মোট রাসায়নিক সারের সম্পূর্ণ ফসফেট ও পটাশ সার এবং অর্ধেক নাইট্রোজেন সার ভাল করে মাটিতে মেশাতে হবে। (গ) মই দিয়ে মাটি সমান করে নিতে হবে। (ঘ) এরপর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা করে ৪০-৪৫ সেমি (১৬ থেকে ১৮ ইঞ্চি) দূরত্বে ২০ সেমি বা আট ইঞ্চি উঁচু করে আল তুলতে হবে যার গায়ে চারা লাগানো হবে। (ঙ) চারা লাগানোর আগের দিন আলের অর্ধেক বা চার ইঞ্চি পর্যন্ত সেচের জল দিতে হবে। (চ) সেচের পরদিন দুপুরের পর আলের গায়ে উত্তর পাশে চারা লাগাতে হবে।

চারা লাগানো— (ক) বীজতলা থেকে সাবধানে চারা তুলে মূল জমিতে চারা নেওয়ার সময় ঝুড়িতে বসিয়ে সাবধানে নিতে হবে যাতে চারা ভেঙে না যায়। (খ) এবার চারা লাগানোর জন্য তৈরি আলের উত্তর পাশে সেচের জলের মাপ বরে ১৫ সেমি (ছয় ইঞ্চি) দূরত্বে খুরপির সাহায্যে চারা লাগাতে হবে। (গ) চারা লাগানোর পর তেলিতে হালকা সেচ দিতে হবে। এভাবে আলের পর আল চারা লাগাতে হবে ও হালকা সেচ দিতে হবে। ঝাড়ি দিয়ে দিতে পারলে ভাল হয়। (ঘ) চারা লাগানোর পর চারা বসা বা লেগে যাওয়া পর্যন্ত তিন-চার দিন পর পর হালকা সেচ দিতে হবে। (ঙ) চারা বসে গেলে বা ধরে গেলে আট থেকে ১০ দিন অন্তর সেচ লাগবে। (চ) চারা লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর গোড়ায় মাটি ধরানোর কাজ করতে হবে। (ছ) গোড়ায় মাটি ধরানোর সময় বাকি অর্ধেক নাইট্রোজেন সার ডাপান হিসেবে দিতে হবে। (জ) গোড়ায় মাটি ধরানো এমনভাবে করতে হবে যেন চারাগুলি আলের মাঝে চলে আসে অর্থাৎ উত্তরের আলের দক্ষিণের মাটি ভেঙে দক্ষিণের আলের চারার গোড়ায় ধরাতে হবে (কারণ আলের গায়ে উত্তর পাশে চারা লাগানো হয়েছিল)। চারার গোড়া থেকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় গাঁট পর্যন্ত মাটি তোলা যাবে। এর বেশি নয়। (ঝ) সারের পরিমাণ, অন্যান্য পরিচর্যা ওই এলাকার আলু চাষে যা করা হয় তেমনি ভাবে করতে হবে।

সময়কাল ও ফলন— (ক) চারা চার-পাঁচ পাতা হতে তিন সপ্তাহ লাগে। চারা মূল জমিতে লাগানোর পর ৬০ দিন থেকেই আলু তোলা যায়। তবে মূল জমিতে ৮০ থেকে ৯০ দিন রাখলে ফলন ক্রমে বাড়তে থাকে। (খ) ফসল তোলার ২০ দিন আগে সেচ বন্ধ করে দিতে হবে। (গ) আলু তোলার ১০ দিন আগে মাটির কাছাকাছি থেকে গাছ কেটে দিতে হয়। এতে আলুর খোসার জাল শক্ত হয়, বেশি দিন সহজে রাখা যায়। (ঘ) এরপর আলু তোলা হয়। তোলার পর ৪০ গ্রাম পর্যন্ত ওজনের আলু পরের বছর বীজন আলুর জন্য রাখা লাভজনক। তবে খাওয়াও চলে। (ঙ) বীজন হিসেবে ছোট বীজ আলু রাখতে হলে তিন শতাংশ বোরিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণের ৩০ মিনিট ডুবিয়ে, ছায়ায় শুকিয়ে ঠাণ্ডা ও অবাধে নির্মল বাতাস চলাচল করে অথচ রোদ ঢোকে না এমন ঘরে বাঁশ বা কাঠের মাচায় পরের বছরের বীজনের জন্য রাখা যাবে। এক হাজার কিলোগ্রাম বীজন আলু বিছিয়ে নিয়ে ১৪ লিটার তিন শতাংশ বোরিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ শেষ করে নিলে চলবে। (চ) এই বীজন আলুতে বিছিয়ে রোগ আসার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। (ছ) ৪০ গ্রামের বেশি ওজনের আলু খাবার জন্য বা বাজারে বিক্রির জন্য ব্যবহার করা যাবে। বাড়ির সবজি বাগানেও এই রকম ৫০ থেকে ১০০ টি চারা লাগিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন। দেখা গিয়েছে এভাবে চারা প্রতি আটশো গ্রাম থেকে এক কিলোগ্রাম আলু ফলেছে।

—কথা সহায়তা: লোক কল্যাণ পরিষদ, কলকাতা

রান্নাঘর

মাংসের কথা উঠলেই জিভ থেকে জল ঝরে।সেই সঙ্গে রান্নায় যদি থাকে নবাবী পাকশালের সুগন্ধ-তাহলে তো কথাই নেই।মনমাতানো সেই সব রেসিপির সন্ধান দিচ্ছেন পাঁচতারা হোটেলের পাকশালার অভিজ্ঞতা ঋদ্ধ-
রাজদীপ চক্রবর্তী

মটন ডেভিল

উপকরণঃ কিমা-২৫০ গ্রাম।মুরগির ডিম সিদ্ধ-৪টি।পেঁয়াজ বড়-২টি।রসুন-৪টি কোয়া।আদা ১টুকরো।গরম মশলাগুঁড়ো-আধ চা চামচ।লঙ্কার গুঁড়ো১চা-চামচ।গোল মরিচগুঁড়ো-১চা চামচ।নুন-আন্দাজ মতো।ভাজবার জন্য ঘি বা বাদাম তেল।

প্রস্তুত প্রণালীঃপেঁয়াজ, রসুন,আদা বেটে কড়াইতে অল্প তেল দিয়ে পেঁয়াজ,রসুন, আদাবাটা, গরমমশলা,লঙ্কাগুঁড়ো,গোলমরিচ গুঁড়ো ও আন্দাজ মতো নুন দিয়ে কিমা ভালোভাবে কষে নিয়ে অল্প জল দিয়ে সিদ্ধ করে নিন।

কড়াই নামিয়ে লেড়ো বিস্কুটের গুঁড়ো ছড়িয়ে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিন।সিদ্ধ করা মুরগির ডিমগুলো লম্বাভাবে কেটে আধখানা করতে হবে।ডিমের কুসুম কিমার সঙ্গে চটকে নিন।এবার ডিমের আধখানা খোলার মধ্যে কিমা ভরে,বাইরের দিকে কিমা দিয়ে ডিমের মতো লম্বাটে ভাবে গড়ে নিন।কাঁচা মুরগির ডিম ভেঙ্গে গোলা তৈরী করে নিন।ওই গোলায় ডেভিলগুলি ডুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে গরম ছাঁকা তেল বা ঘিয়ে ভেজে নিন।

কৃষি চর্চা

লিখছেন শ্রী কাঞ্চন কুমার ভৌমিক,সহ-অধিকর্তা,লোক কল্যাণ পরিষদ
প্রাক্তন,কৃষিবিজ্ঞানী(গবেষনা),আই.আই.টি, খড়গপুর।

আন্তর্জাতিক আলুবর্ষ-২০০৭ উদযাপন করতে গিয়ে লোক কল্যাণ পরিষদ -একটি পঞ্চায়েতিরাজ সম্পদ কেন্দ্র, গত বছরের ন্যায় এবছরও অন্যান্য জেলার পাশাপাশি এই পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ের কোল বরাবর বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে পরীক্ষা মূলক ভাবে এই প্রকৃত আলুবীজ বা টু পটাটো সীড বা সংক্ষেপে টি.পি.এস চাষ আবাদ করে চলেছে।পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ বা সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ (সি.এ.ডি.সি) কয়েক বছর আগে এই পরীক্ষা নিরীক্ষা করা শুরু করলেও ততটা সাফল্য পায়নি-যা গেল বছর থেকে পাওয়া সম্ভব হয়েছে-বিশেষ করে বীজ(টি.পি.এস)উৎপাদনের ক্ষেত্রে।

গত বছর ত্রিপুরা পটাটো রিসার্চ ফার্মের সহ অধিকর্তা ড. বিভূতি ভূষণ সরকার এর সহায়তায় টি.পি.এস,

এইচ.এস.পি-১/১১
(জাত-১/১৩ বা ১১/৬৭)

পরীক্ষা মূলক ভাবে এই পুরুলিয়া জেলাতে অত্যন্ত সাড়া ফেলে দেয়।এবছরও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সচিব ড. মানবেন্দ্র নাথ রায়ের প্রচেষ্টায় আমরা পরীক্ষামূলক ভাবে চাষ করে চলেছি।ইচ্ছা আছে সামনের বছর সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের কিছু জায়গা এই টি.পি.এস. বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করা হবে।

পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ের কোল বরাবর এমন কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা আছে যেখানে এই টি.পি.পি.এস বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ এর জন্য যে তাপমাত্রা প্রয়োজন (বিশেষ করে ধাপে ধাপে চারা নার্সারী, বেডে স্থাপন,মূল জমিতে লাগানো,গাছে ফুল আসা,বীজ তৈরী; সংরক্ষণ ইত্যাদি)তা পরীক্ষামূলক ভাবে আমরা পেয়েছি।

আমরা জানি, আমাদের রাজ্য আলু চাষে জায়গা ভিত্তিক উৎপাদনে প্রথম স্থানে আছে। আমরা যদি একটু তথ্যের দিকে নজর দিই–

এই প্রকৃত আলু বীজ চাষ করলে খরচ খরচা বাদে লাভ ২০,৬০০ টাকা/প্রতি বিঘা। আর সাধারণ আলু (টিউবার) চাষ করলে বিঘা প্রতি লাভ ১২,৬০০টাকা।প্রতি বিঘা।

পশ্চিমবাংলা গেলবার (২০০৭ সাল আলুর সিজন)-এর ছবিটা ছিল এরকম-(আলু কিউবার বা কন্দ)

- পশ্চিমবাংলার মোট জমি আলুচাষে ব্যবহার হয়েছিল-৩,১৮,২০০ হেক্টর।
- মোট উৎপাদন ছিল ৭০,৭৬,০৫০ হেক্টর।
- গড় উৎপাদন ২২.২৩ টন প্রতি হেক্টর বা ২.৯৬-৩.৩ টন প্রতি বিঘাতে।
- বীজ ব্যবহার হয়েছিল - ৭,৫০,৯৫০ টন।

যদি আমরা শুধু টি.পি.এস দিয়ে চাষ করি-
পঃবাংলায় গেল বারের ব্যবহৃত জমিতে—

- তাহলে শুধু বীজ লাগত মাত্র - ৩৪ টন।
- পরিবহন খরচ(বিমান ভাড়া)-৩০,০০০টাকা মাত্র।
- কোল্ড স্টোরেজ খরচ-লাগে না।

কেন এই টি. পি. এস ঃ

(ক)মাত্র ১০০ গ্রাম বীজ হলেই ১ একর জায়গা চাষ করা যায়।
(খ) কোন কোল্ড স্টোরেজ লাগে না।
(গ) উৎপাদন সাধারণ আলুর থেকে অনেক বেশী।
(ঘ) রোগ-পোকা লাগে না একেবারেই।
(ঙ) উৎপাদন খরচ অর্ধেকেরও কম।

আইন বিভাগ

শিশু কল্যাণের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে জুভেনাইল আইন।সেই জুভেনাইল আইন নিয়ে আলোচনা করেছেন পুরুলিয়া আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবি অধুজাক্ষ মন্ডল।

Juvenile Justice(Care & Protection of Children Act) 2000" আইনটি বিগত ১লা এপ্রিল ২০০১ সালে জম্বু ও কাশ্মীর বাদে,ভারতের সর্বত্র প্রযোজ্য করা হয়েছে।উক্ত আইনটি প্রযোজ্য হওয়ার আগে Juvenile Justice Act.1986 প্রযোজ্য ছিল তা বাতিল করা হয়েছে।উক্ত 1986 সালের আইনের পূর্বে রাজ্য সরকারগুলি উক্ত বিষয়ে নিজ নিজ আইন করেছিলেন,সেই সমস্ত আইন 1986 সালের আইন মোতাবেক বাতিল করা হয়েছে এবং 1986 সাল থেকে শিশু বিকাশ ও শিশু কল্যাণের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের উক্ত আইন কলবৎ হয়।2000 সালের উক্ত আইনের পূর্বে যে সমস্ত আইন প্রযোজ্য ছিল সেই সমস্ত আইনের পরিসীমা খুবই সীমাবদ্ধ ছিল,কিন্তু বর্তমান 2000সালের আইনের পরিসীমা বিরাট ও বিশাল এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার শিশু বিকাশ কল্পে সুদূর প্রসারী ব্যবস্থা গ্রহন করেছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার,রাজ্য সরকার ও সরকার অনুমোদিত NGO (Non Government Organisation) গুলিকে উক্ত শিশু কল্যাণ মূলক কার্য্য কলাপ করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে বা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এবিষয়ে কোন প্রকার বিতর্কের অবকাশ নাই যে শিশু সম্পদ প্রতিটি রাষ্ট্রের জাতীয় সম্পদ এবং এই সম্পদ যে রাষ্ট্র যথোপযুক্ত ভাবে যত্ন বিকাশ ও পুর্নবাসন করতে পারবে সেই রাষ্ট্র ভবিষ্যতে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বুনিয়াদ তৈরী করবে।শিশুবিকাশ ও পুনর্বাসন কল্পে মাদার টেরিজার সংগঠন বিশ্বের একটি অনুকরণযোগ্য সংগঠন এবং উক্ত সংগঠন বিশ্ববাসী কর্তৃক অভিনন্দিত।এখানে Juvenile শব্দটি একটু আলোচনার অপেক্ষা রাখে।উক্ত আইনের নির্দেশানুযায়ী যে শিশুর ১৮ বৎসর পূর্ণ হয় নাই,সেই শিশু উক্ত আইনের নিয়মনুসারে Juvenile রূপে গন্য হবে।

[চলবে]

পাতের সাহিত্য

টা একটু গরম হল

পাশাপাশি ধরে না হেঁটে ধানকাটা ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে॥

আলুর প্রকৃত বীজ থেকে আলু চাষ

আলুর প্রকৃত বীজ (ট্রু পট্যাটো সীডস বা টি পি এস) দেশের উত্তর - পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলের কেন্দ্রীয় আলু গবেষণা সংস্থা, সিমলা বা ত্রিপুরা সরকারের উদ্যান অনুসন্ধান কেন্দ্র, নাগিছড়া-তে উৎপাদন ও বিপণন হয়ে থাকে। মাত্র ১৫ গ্রাম বীজ থেকে চারা করে ১ বিঘা চাষ হয়। বীজের জন্য বিঘা প্রতি খরচ পড়ে ২৪০-২৫০ টাকা।

গত দু'দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিদ্যালয়ের ফার্মগুলোতে এই আলু চাষের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরুলিয়া জেলাতেও এর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগ ও সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের (সি এ ডি সি) উদ্যোগে এই আলুর (টি পি এস) চাষের প্রচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তা জনপ্রিয় হয়নি।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ২০০৮ সালকে 'আলু বর্ষ' ঘোষণা করেছে। সে কথা মনে রেখে এই বছর স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও লোক কল্যাণ পরিষদের যৌথ প্রয়াসে পুরুলিয়ার ঝালদা ২ নং ব্লকের মাঝিড়ি ও রিপিদ গ্রাম পঞ্চায়েতে আবার পরীক্ষামূলক উদ্যোগ

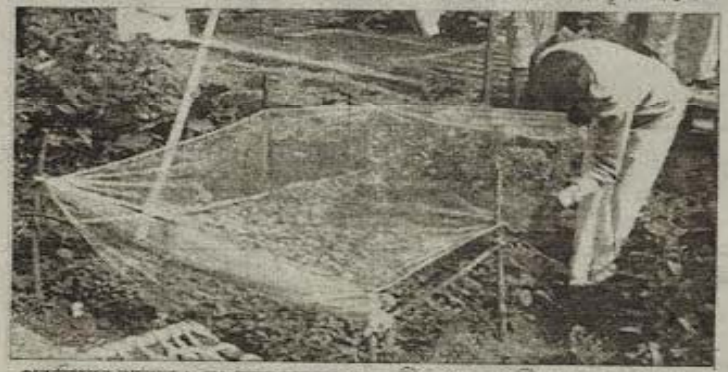

পুরুলিয়ার ঝালদা ২ নং ব্লকে আলুর প্রকৃত বীজ থেকে পরীক্ষামূলক চাষ চলছে

নেওয়া হয়েছে। এই এলাকার ১৮ টি বীজতলাতে চারা তৈরি করে ২৫ জন চাষির মূল জমিতে রোপণ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত চারাগাছের বাড় খুবই ভালো। কয়েক জায়গায় ভালোই আলু ধরেছে।

মাঝিড়িহি পঞ্চায়েতের মোহনপুর সংসদের কৃষক সীতারাম কুইরি জানান - "প্রথমে লোক কল্যাণ পরিষদের কৃষি বিশেষজ্ঞদের কথার তেমন গুরুত্ব দিইনি। খুব বেশি যত্ন না করেই চার গ্রাম দানা বীজ ৬ হাত : ৬ হাত বীজতলায় বালির সাথে মিশিয়ে

মাঝিড়িহি পঞ্চায়েতের কৃষক সীতারাম কুইরির খেতে ভালোই আলু ধরেছে

হালকা করে ফেলে অল্প ধুলোমাটি চালুনি দিয়ে ছেলে বীজ ঢেকে দিই। তার ওপর ঝারি করে সাবধানে একটু নিচু করে জল দিই। সপ্তাহে তিন-চার বার ঝারি করে জল দিয়েছি। তিন সপ্তাহের মাথায় চার-পাঁচ পাতা চারা হয়ে যায়। মূল জমির মিহি মাটিতে হালকা সেচ দিয়ে বিকেলের দিকে মাদা করে এই চারা লাগিয়েছিলাম। আলু ভালোই এসেছে। ওই চার গ্রাম বীজ থেকে যা চারা পেয়েছিলাম তাতে ৫ কাঠা জমিতে লাগানো হয়েছে। নিয়মিত ৭-১০ দিনে একবার টাটকা গোবরের নির্যাস স্প্রে করে যাচ্ছি। এখন এলাকাতেও উৎসাহ দেখা দিয়েছে। প্রায়ই বীজতলা থেকে আলুর চারাও চুরি হচ্ছে!"

লোক কল্যাণ পরিষদের কৃষি বিশেষজ্ঞ কাঞ্চন কুমার ভৌমিক জানালেন, "আমাদের রাজ্যে আলু চাষে রোগের প্রাদুর্ভাব খুবই বেশি। বিশেষ করে নাবিধসা, বিংবট, ব্লাবরট বা শিকড় পচা রোগে বিঘার পর বিঘা আলু নষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত বীজের আলু চাষ করলে এই রোগগুলো কম হয়। তাছাড়া বীজের খরচও কমে। তবে চারা তৈরিতে একটু সময় দিতে হয়। চাষিরা যদি টাটকা গোবর গোলা জল (১:১০) বীজতলা থেকে শুরু করে ৭-১০ দিন অন্তর নিয়মিত স্প্রে করেন তাহলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।" পরিষদ থেকে জানা গেল শুধু পুরুলিয়ায় নয়, সম্প্রতি মরশুমে জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ও বীরভূম জেলাতেও প্রকৃত বীজের আলু চাষ করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে ছোটো চাষিদের মধ্যেই উৎসাহ দেখা যাচ্ছে।

মাত্রা ৩৭.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ৯৯.৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের উপ ৭ দিন ধরে থাকে - ডাক্তারে পরামর্শ নেওয়া।

'ট্যামিফ্লু' নামক এই রোগে প্রতিরোধক ঔষধ বাজারে এসেছে

সাবধানতা:

- সন্দেহজনক পাখিদের থে ৩-৪ হাত দূরে থাকুন।
- সন্দেহজনক/সংক্রামিত পাখি হাঁচি-কাশি থেকে সাবধান হওয়া যা মানুষের সংস্পর্শে না আসে।
- সন্দেহজনক/সংক্রামিত পাখি লালা/সর্দি/মলমূত্র যাতে শরীরে ন লাগে/স্পর্শ করে তার দিকে নজ দেওয়া।
- হাত-পা-শরীর ঢেকে সন্দে জনক/সংক্রামিত পাখির কাজ করা এব কাজ শেষে সাবান ও অ্যালকোহল জীবানুনাশক দিয়ে ভাল করে ধু নেওয়া।
- পাখিকে না ছেড়ে বেঁধে কিংব ঘরে/খাঁচায় রাখা, পরিষ্কার পরিচ্ছ ভাবে খাবার দেওয়া। প্রতিরোধ হিসাবে খাবারের সাথে কেজি প্রতি ৮ গ্রাম নিম ও ৩ গ্রাম বাড়িতে গুঁড়ো কর হলুদ মিশিয়ে সুস্থ পাখিদের খাওয়ানো
- মুরগী কেনা বেচা করবেন না
- মরা, অসুস্থ মুরগী খাবেন না।
- মড়কে মরা মুরগীগুলি যেখানে সেখানে ফেলবেন না, গভীর গর্ত করে পুঁতে ফেলবেন কিংবা পুড়িয়ে ফেলবেন।

সম্পাদক - অর্ণব সাউ, সংযুক্ত সম্পাদক - বনজিত নস্কর ● অর্চনা সাউ কর্তৃক গ্রাম - গন্ধর্বপুর, ডাকঘর - উলা, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১৩১০ হইতে প্রকাশিত এবং অনুলিপি প্রেস, হাওড়া হইতে মুদ্রিত

মাটি

আবহাওয়ার পূর্বাভাস
চাষের টুকিটাকি

কৃষিকাজে আবহাওয়ার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আবহাওয়ার জেরে ফসলে তারতম্য হয়। এই বিভাগে এবার থাকছে উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির জন্য আগাম আবহাওয়াভিত্তিক কৃষি পরামর্শ। আগামী সাতদিনের জন্য। সৌজন্যে

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

আগামী পাঁচদিন আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে। হালকা থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দাঁড়াতে পারে ৫৮ মিলিমিটারের মতো। বাতাস বইবে মূলত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে। বাতাসের গড় গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ২-৪ কিলোমিটার। বাতাসের সর্বাধিক আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ দাঁড়াবে ৮৬ থেকে ৯৪ শতাংশের মধ্যে। ন্যূনতম আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৫ থেকে ৭৫ শতাংশের মধ্যে থাকবে। সর্বাধিক তাপমাত্রা ২৮ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২২-২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি।

আমন ধান : ধারিয়া ধান লাগানো মাঠে শিষ বেরনোর সময় বিঘা প্রতি ৪.৫ কেজি ইউরিয়া দ্বিতীয় চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করা উচিত। সার ভাল করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।

হিমঘর ছাড়াই সংরক্ষণের সুবিধা

দানা বীজের আলু

চাহিদা মেটাতে আর ভিন রাজ্য থেকে আলু আমদানি করতে হবে না। ত্রিপুরার একটি কৃষি গবেষণা সংস্থার তত্ত্বাবধানে পুরুলিয়া ও জলপাইগুড়িতে এক নয়া পদ্ধতিতে আলুচাষের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এর নাম টু পটাটো সিড, বা সংক্ষেপে 'টি পি এস'। এই পদ্ধতিতে আলু গাছ নষ্ট না করে তার ফুল থেকে 'দানা-বীজ' নিয়ে চারা রোপণ করা হয়। এতে ফসলের গুণগত মানই যে শুধু ভাল হয় তা নয়, উৎপাদনও বেশি হয়। তাছাড়া রোগপোকা সংক্রমণের আশঙ্কাও থাকে না। সরেজমিনে দেখে এসে জানাচ্ছেন পুরুলিয়ার প্রতিনিধি **সুমিত বিশ্বাস।**

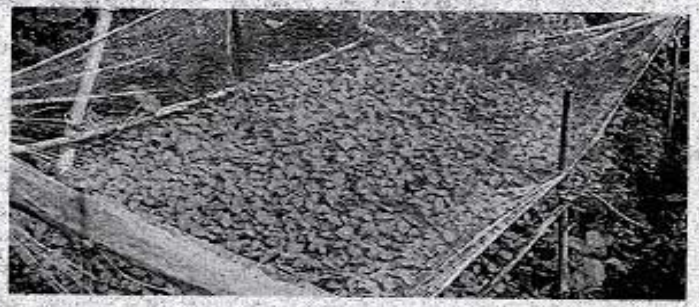

আলুচাষে সহিই নরাসিপ্ত খুলে নিতে পারে। এই ব্যাপারে আমি কৃষি দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব।" চলতি বছর থেকেই অর্থাৎ আগুনীয় রোপণের সময় নভেম্বর থেকেই যাতে এই পদ্ধতিকে চালু করা যায় সেই বিষয়েও তিনি উদ্যোগ নেবেন বলে জানিয়েছেন। তবে তাঁর কথায়, "এই ব্যবস্থার প্রচার দরকার। রাজ্য জুড়ে কৃষকমহলে এই প্রযুক্তির কথা প্রচার করা হবে।" রাজ্যের কৃষি দপ্তরের সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার ২০ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫০ টন আলু উৎপাদন হয়েছে। এক হেক্টরে ২২ টন। সারা দেশে আলু উৎপাদনের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম। তবে সেই জায়গা ধরে রাখতেও উন্নতমানের আলু উৎপাদন করতে টিপিএস পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত বলে কৃষিবিজ্ঞানীদের অভিমত। টিপিএস-এ অন্তর্ভুক্তির মধ্যে এইচএসপি ১/১২, ১/১২, ১১/৬৭ ধরাকে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

কৃষিবিজ্ঞানীরা বলছেন যে অঞ্চলে একটু আগে খুব ঠান্ডা হয় বা দেরিতে আছ যায় এবং অল্প থেকেও আলোর বিকিরণ থাকে সেখানে ভাল আলুর চাষ হয়ে থাকে। এই রাজ্যের পুরুলিয়ার মেঘেরা পাহাড় এলাকা ও জলপাইগুড়ি জেলার কয়েকটি জায়গা আছে যেখানে 'সোলানা ডে লেখ'-কে কাজে লাগিয়ে আলুর ফুল ও পুষ্ট বীজ নিয়ে আসা সম্ভব। টিপিএস পদ্ধতিতে এইসব এলাকায় আলু চাষ করলে সেখানকার উৎপাদিত আলু 'কুফরি চন্দ্রমুখী' বা 'কুফরি জ্যোতি'-র চেয়েও স্বাদে-গন্ধে শতগুণ ভাল ও স্বাস্থ্যসম্মত হবে। জলপাইগুড়ির কালচিনি, পুরুলিয়ার কালাডুংরি ব্লকের পাহাড়ি এলাকা রিশিহ, চিতমু অঞ্চলিতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষকরা আলু চাষে নজর কেড়েছেন।

ছবি প্রতিবেদক

টিপিএস ফার্মের তত্ত্বাবধানে রাজ্যের একটি কৃষিপ্রযুক্তি সংস্থা লোকপাশে পরিদর্শন পুরুলিয়ার মেঘেরা পাহাড়ের বেলেটা ও

দিতে এই সংস্থা রাজ্যের কৃষি দপ্তরকে একটি প্রকল্প রিপোর্ট পাঠাবে। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের কারিগরি পরামর্শদাতারাও এই ব্যবস্থার কথা জানতে পেরে ওই দপ্তরের কাছেও একটি প্রকল্প রিপোর্ট পাঠাবে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, "এই সংস্থা পাঠাবার আগে প্রকল্প রিপোর্ট পাঠালে আমরা অবশ্যই সহযোগিতা দেব।"

টু পটাটো সিড বা লনাবীজের আলু ঠিক কী? কৃষিবিজ্ঞানীদের কথায়, আলু গাছের ফুলের উপর থাকা বীজ হল টিপিএস। লোককল্যাণ পরিষদের কৃষি অধিকর্তা ড. বিবেকানন্দ সন্যাল বলেন, "এই বীজ দিয়ে আলু চাষ করলে আলুর গুণগতমান অত্যন্ত ভাল হবে। বেশি উৎপাদন হলেও হিমঘর ছাড়াই এই আলু মোটামুটি ভাল থাকবে। তাছাড়া ওই পদ্ধতিতে চাষ করলে রোগপোকাও সেখানে হয় না।" কৃষিবিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, টু পটাটো সিডের একশো গ্রাম বীজ দিয়ে এক একর জায়গা আলু চাষ করা যাবে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে লক্ষ লক্ষ টন আলুর চারা বা আলু সংগ্রহ করার প্রয়োজন নেই। কোটি কোটি টাকা বছর বছর বাঁচিয়ে মাত্র ৫০-৫৫ টন কাঁচাই সাদা বাজারে বীজ আলুর চাহিদা মেটাতে সক্ষম। এমন বক্তব্য কৃষিবিজ্ঞানীদের। রাজ্য কৃষি দপ্তরের তথ্য বলছে, এই বছর রাজ্যে ৩৫৮.৫০ হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে। তার এই আলুচাষের জন্য বীজ লেগেছিল ৭.৩৫,৭৬৮ মেট্রিক টন। ত্রিপুরা পটাটো রিসার্চ ফার্মের প্রাক্তন সহ-অধিকর্তা ড. বিবেকানন্দ সন্যালের কথায়, "টিপিএস ব্যবহার করলে বীজ লাগবে মাত্র ৩৪-৩৫ টন।" এই পদ্ধতিতে আলুচাষের প্রশংসা মিলেছে গত বছর সাংহাই সিটিতে অনুষ্ঠিত 'পিপলস টেকনোলজি কনভেনশন'। এই অনুষ্ঠানে বিশ্বভারতী, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও আইআইসি খড়্গপুর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, গুরুদাস ও বিরসা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিজ্ঞানীরাও এই প্রযুক্তির কথা শুনে অভিভূত। কৃষি বিজ্ঞানী, সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের কৃষি আধিকারিক তথা পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের কারিগরি পরামর্শদাতা রঞ্জনকুমার ভৌমিক বলেন, "এই বীজ সংরক্ষণ করে বাজারও দরকার পড়ে না। উৎপাদন খরচও অনেকের কম। অধিক পরিমাণে আলু উৎপাদিত হলে সেই আলু হিমঘরে সংরক্ষণ করে রাখারও দরকার নেই। কারণ লনাবীজের আলু থেকে উৎপাদিত আলুর গুণগতমান এত উৎকৃষ্টমানের যে সহজে পচবে না। শুধু গাছ নষ্ট না করে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। ফলে অধিক পরিমাণ উৎপাদিত আলু তথা হয়ে কিনে রাখার কোনও প্রয়োজন হবে না। চাহিদার বেশি আলু নিজেদের কাছে রেখে দিয়ে বাকি উদ্বৃত্ত বিক্রি করতে পারবেন।

আলুচাষির আত্মহত্যা ঠেকাবে দানাবীজ (টিপিএস)

জগদীশ্বর পাঁজা

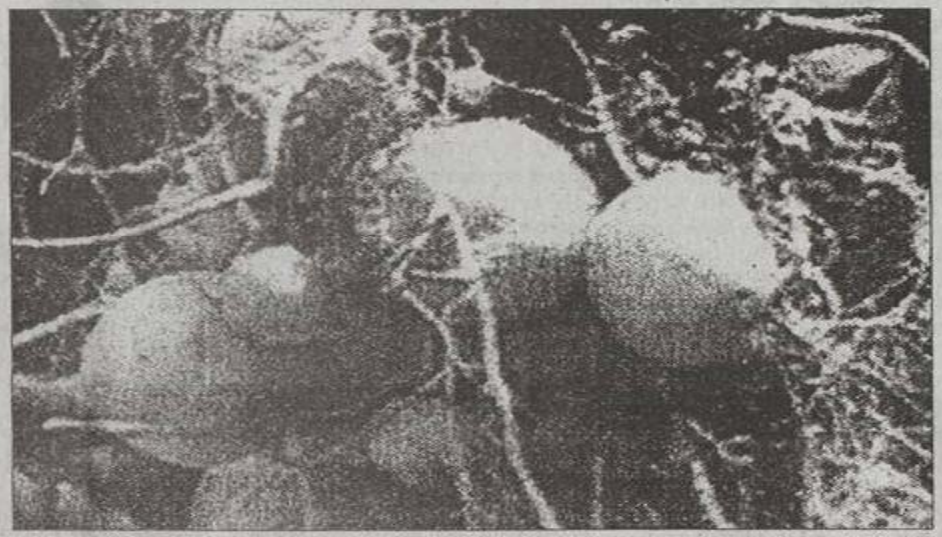

এ বছর আলু চাষে বহু চাষি ব্যাপকহারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঋণে জর্জরিত বেশ কিছু চাষি আত্মহত্যাও করেছে। যারা হাজার হাজার টাকা ঋণ নিয়ে চাষে নেমেছিল তাদের ছবিটা আরও দুঃসহ। ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের পাশে আর্থিক সহায়তা নিয়ে দাঁড়াতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। কিন্তু অনুদানের টাকায় চাষিদের সাময়িক কষ্ট লাঘব হলেও, বাস্তবিক প্রয়োজন উন্নতমানের প্রযুক্তি ও অর্থ সাশ্রয়কারী। (১) উন্নতমানের দানা আলু বীজ; (২) আধুনিক সংরক্ষণ পদ্ধতি; (৩) যথোপযুক্ত বিপণন পদ্ধতি। বীজ, মাটি ও জল পরীক্ষার জন্য চাই গবেষণাগার, যা চাষিকে স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করবে। এই দায় স্বীকার করে 'বেঙ্গল প্রোগ্রেসিভ ফারমার্স অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল সায়েনটিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন'-এর সম্পাদক সুকেশ কুমার মণ্ডল দেশ-বিদেশের কৃষিবিজ্ঞানী, কৃষিবিশেষজ্ঞ ও কৃষিমনস্কদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের চাষিভাইদের সম্মুখে আলুচাষে নতুন দিগন্ত উন্মোচনে তিনি বদ্ধপরিকর। কৃষক চালাচ্ছেন। সম্পাদক সুকেশবাবু পশ্চিমবঙ্গের আলু চাষিদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে এবং চাষিদের আর্থিক সমৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে পুরুলিয়ার 'লোককল্যাণ পরিষদ'-এর মতো কৃষি উদ্যোগী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানান।

খেত খামার

ত্রিপুরা পটাটো রিসার্চ ফার্মের প্রাক্তন অধিকর্তা ড. বিভূতিভূষণ সরকারের সহায়তায় 'টিপিএস' (ট্রু পটাটো সিডস)— এইচএসপি ১/১১, ১/১৩ বা ১১/৬৭ পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা বেশ কিছু ব্লকে ব্লকে চাষিরা পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করে আলোড়ন ফেলে দেয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের প্রাক্তন সচিব ড. মানবেন্দ্রনাথ রায়ও (IAS) এ বিষয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। টিপিএস দানাবীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ আলু চাষে নতুন মাত্রা দেবে।

কৃষিবিজ্ঞানী ড. কাঞ্চনকুমার ভৌমিক ২০০৭-০৮ সালে আন্তর্জাতিক আলুবর্ষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, ত্রিপুরা, বীরভূম, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়িতে দানাবীজ আলু চাষ করে স্থানীয় চাষিভাইদের

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ (WBCADC) আলুর দানাবীজ (টিপিএস) নিয়ে আশির দশকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রসারের কাজ শুরু হয়। পুরুলিয়ার দরমা পাড়ারের পাদদেশ বরাবর সাফল্যের সঙ্গে বীজ থেকে চারা তৈরি, জমিতে চারা রোপণ, পরাগ মিলন, বীজ সংগ্রহের সম্ভাবনাময় সূত্র লক্ষ্য করা যায়। আসলে টমাটো, বেগুন, লঙ্কা ও ট্যাড়শ ইত্যাদি সবজির মতো আলুরও দানাবীজ থেকে চাষ করা যায়। সায়েন্স সিটিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালায় (National Congress) পশ্চিমবঙ্গের তিনটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ, রাঁচির বিরসা এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য, ওড়িশা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ও খড়গপুর আইআইটি-র অধিকর্তা দানাবীজে আলুচাষের পদ্ধতি পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে চাঙা করবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং এই পদ্ধতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা লক্ষ্য করে কৃষি বিজ্ঞানীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আলু চাষিদের মূল্যবোধে ফেরাতে আগামী বর্ষে আলুবীজের বিপুল সম্ভার নিয়ে খড়গপুর আইআইটি-র 'ইকো-ইয়েস-টেক' ও 'বেঙ্গল প্রোগ্রেসিভ ফারমার্স অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল সায়েনটিস্টস অ্যাসোসিয়েশন'-এর উদ্যোগ লক্ষ্যণীয়। সরকারি কৃষি আধিকারিকরাও সহমত পোষণ করে চাষিভাইদের পাশে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর।

পরামর্শদাতা : (১) ড. কাঞ্চনকুমার ভৌমিক (মোবাইল- ৯১৫৩২৫৬৭৮০), (২) ড. সৌমেন

এরাজ্যে গতবছর মোট ব্যবহৃত জমিতে (প্রায় ৩,৫০,০০০ হেক্টর জমি , বীজ লেগেছিল- ৭,৭৫,৭৮৩ টন) যদি টি - পি- এস ব্যবহার করা হত তাহলে বীজ লাগত মাত্র ৩৪ - ৩৫ টন।

রোগপোকা লাগেনা বললেই চলে , পাশাপাশি উৎপাদন খরচ অর্ধ্যেকের ও কম

বর্তমানে টি - পি- এস এর জাত গুলির মধ্যে অন্যতম ***H.S.P-১/১১, ১/১৩, ১১/৬৭*** এরাজ্যে ভীষন সাড়া ফেলেছে ।

সায়েন্স সিটিতে অনুষ্ঠিত ‘পিউপিলস টেক্নোলোজি কংগ্রেস , -এ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত (B.C.K.V, U.B.K.V, IIT-Kharagpur, Kolkata University, Jadavpur University, Biswavarati University, Orissa Agriculture University, Birsha Agriculture University ইত্যাদি) কৃষি বিজ্ঞানীগনদের প্রশংসা পেয়েছিল যে উদ্যেগ তা হল- ত্রিপুরা পটাটো রিসার্চ ফার্মের প্রাক্তন সহ অধিকর্তা ড: বিভুতি ভূষন সরকার , লোক কল্যান পরিষদের কৃষি অধিকর্তা ড: বিবেকানন্দ স্যন্যাল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন সচীব ড: মানবেন্দ্র নাথ রায় এর সহায়তায় গত ৪ - ৫ বছর ধরে পুরুলিয়া , বীরভুম , উত্তর দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ন এলাকা জুড়ে এই টি - পি- এস এর চাষ হয় ও ব্যপক সাড়া পাওয়া যায় .

তাই টি - পি- এস এর চাষ আগামী দিনে ব্যপকভাবে হোক যাহাতে চাষীরা সর্বতভাবে উপকৃত হয় ও আমাদের রাজ্য আলু উৎপাদনে প্রথম স্থানের গৌরবে গৌরবোজ্জ্বল থাকে .